105

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 22 JUL 1998
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের মোটেই মেধা যাচাই হয় না

–সৈয়দ আলী আহসান

প্রেস বিজ্ঞপ্তি ঃ জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান বলেছেন, এদেশে প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের মেধা যাচাই হয় না। ফলে শিক্ষার্থী, যথার্থ জ্ঞান আহরণ করেছে কিনা তা শনাক্ত করা যায় না। পৃথিবীর সকল দেশেই পরীক্ষা পদ্ধতি আছে। কিন্তু আমাদের দেশে যেভাবে পরীক্ষা ব্যবস্থা বিপদগ্রস্ত হয়েছে তার নজির অন্য কোথাও নেই।

গতকাল মঙ্গলবার চট্টগ্রামে জেলা পরিষদ মিলনায়তনে আবদুর রহমান স্মারক বক্তৃতা '৯৮ দানকালে তিনি একথা বলেন। প্রতিথযশা শিক্ষাবিদ ও দার্শনিক মরহুম আবদুর রহমানের নামে আবদুর রহমান স্মৃতি মজলিস এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। বক্তৃতানুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি আর আই চৌধুরী। আলোচনা পর্বে বক্তব্য রাখেন খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ প্রিন্সিপ্যাল এ এ রেজাউল করিম চৌধুরী, ড. মোহাম্মদ মাহবুব উল্লাহ, কর্নেল (অবঃ) এম জিয়াউদ্দীন বীর উত্তম, প্রফেসর ড. আহমদ ফজলে হাসান, শিক্ষাবোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক প্রফেসর এটিএম সালেহ জহুর ও এ কে মাহমুদুল হক। স্বাগত ভাষণ দেন বক্তৃতা অনুষ্ঠানের সম্পাদক আলহাজ্ব চৌধুরী গোলাম রব্বানী।

সৈয়দ আলী আহসান তার বক্তৃতায় মরহুম আবদুর রহমানকে উদ্ধৃত করে বলেন, শিক্ষার্থী জ্ঞান আহরণ করেছে কিনা নির্ণয় করার যে পরীক্ষা পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে তা মারাত্মকভাবে ত্রুটিপূর্ণ। পরীক্ষা পদ্ধতির দ্বারা মেধার তারতম্য নির্ণয় করা– সেটা হাস্যকর অভিহিত করে অবিলম্বে সরকারী পর্যায়ে পরীক্ষা সংস্কারের ব্যবস্থা গ্রহণ দরকার মর্মে, তিনি অভিমত দেন।

সৈয়দ আলী আহসান তার বক্তৃতায় দেশে প্রচলিত পাঠ পদ্ধতি ও পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি বিশ্লেষণ করে বলেন, ষাট-সত্তর বছর আগে ইংরেজরা শিক্ষা প্রশিক্ষণের যে ব্যবস্থা তৈরী করে গিয়েছিল, সেই ব্যবস্থাই অনুসৃত হচ্ছে। এরমাঝে বহু কমিটি কমিশন কাজ করেছে। কিন্তু তারা পরীক্ষা পদ্ধতির গতানুগতিক বেষ্টনী ভাঙ্গতে পারেনি। এরজন্য শিক্ষা বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক হয়ে পড়েছে যার জন্য শিক্ষার মানবিক দিকটা হারিয়ে গিয়ে যান্ত্রিক কুশলতার দিকটা প্রকট হয়ে পড়েছে।

নয়া পরীক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করে সৈয়দ আলী আহসান বলেন, ফ্রান্সে পাঠক্রম শেষে মেধা পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। সেখানে নকল হয় না, কারণ প্রশ্নপত্রে বুদ্ধিবৃত্তিক এবং বিশ্লেষণাত্মক উত্তরের জন্য প্রশ্ন করা হয়। সেখানে পরীক্ষা কেন্দ্রে অভিধান ও পাঠ্য বই নেয়া যায়।

অন্য বক্তাগণ মরহুম আবদুর রহানের পুণ্যস্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তারা বলেন, বর্তমান পরীক্ষা ব্যবস্থার অর্থ হচ্ছে প্রশাসনিক খরচ বাড়ানো এবং নকল কার্যক্রমে বাধা দেয়া ও তৎ অনুষঙ্গে পুলিশ মোতায়েন ব্যবস্থা। তারা বিদ্যালয়ে নিয়মিত মেধা যাচাইয়ের ওপর গুরুত্ব দেয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেন।